Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

9 February 2024 / 28 Rejab 1445H

সিঙ্গাপুর সমাজে ফতোয়ার ভূমিকা

الحَمدُ لِلَّهِ الغَنِيِّ الحَمِيدِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ بِالرَّحمَةِ وَالقَولِ السَّدِيدِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ.

শুক্রবারের জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধী,

আসুন, আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি। আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহুতাআলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং সকল নিষেধগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। আমরা যেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি যাঁদের প্রতি মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সর্বদা সন্তুষ্ট।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

প্রতি বছর, আমরা ইসরা ও মেরাজ এই দুইটি ঘটনা উদযাপন করে থাকিঃ এই দুটি ঘটনা আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জীবনের অলৌকিক রাত্রি সফর ও নবীজীর উর্ধ্বলোকে আরোহণের ঘটনা নামে অভিহিত।

এই ইসরা এবং মেরাজের সময়েই নবী করিম (সঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার কাছ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়ার আদেশ লাভ করেন। এই আদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা আজ সকলে মিলে আলোচনা করব।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

নামাজ আমাদেরকে সেই সময় ও সুযোগ দেয় যখন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার সাথে তাঁর কাছে দোয়া পড়ার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে একটি সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। এটা অনস্বীকার্য যে আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট নামাজের মাধ্যমে যা প্রার্থনা করি, তা-ই পেয়ে থাকি। আর তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন ভালো সময়- মন্দ সময় নির্বিশেষে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার প্রতি নামাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়তে থাকি। নবী করিম (সঃ) আমাদের উপদেশ দিয়েছেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

অর্থঃ যাঁরা চান যে তাঁদের কঠিন ও বিপর্যস্ত সময়ে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁদের প্রতি সদয় হবেন তাঁরা যেন তাঁদের দুঃখের সময় ছাড়াও সুখের সময়েও মহান আল্লাহ তা আলার ইবাদত করেন। [ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস]

এই নামাজের মধ্যেই আমাদের শারীয়াহ নিয়ম-কানুনের মূলমন্ত্র নিহিত আছে। আসলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁর বান্দাদের সুখের এবং দুঃখের সময় সম্পর্কে সব জানেন। তিনি সবকিছু অনুভব করতে পারেন এবং প্রতিটি ঘটনার পরিস্থিতি, অবস্থান এবং নামাজ আদায়ে তাঁর বান্দাদের প্রতি যে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে তিনি সেগুলি ভাল করে বোঝেন। তাই নামাজই হল একমাত্র পথ যেখানে বান্দা তাঁর সৃষ্টিকর্তার নিকট সব রকম অভিযোগ করতে পারেন এবং তার সকল অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারেন।

মনে করে দেখেন, সুরা আল বাকারার ১৮৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা আমাদেরকে কি বলেছেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

অর্থঃ এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমাকে জিগ্যেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী। কোন আহবানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে আমি তখনই তার আহবানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে- তাহলেই তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারবে।

জুম্মায় আগত উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদেরকে ইতিমধ্যে বলেছি, নামাজ, রোযা, জাকাত প্রদান ইত্যাদি সংক্রান্ত শারীয়াহ আইনগুলির মূল লক্ষ্য হল, বান্দাদের কল্যাণ সুরক্ষা করা।

তবে, যখন কেউ কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন শারীয়াহর এই মূল আইনগুলি সবাই কিভাবে পালন করতে পারব? এ ধরণের সমস্যার কি সমাধান তা কোথাও বলা নাই, কোরানে এ সম্পর্কে কোন উল্লাখ নাই এমনকি এ নিয়ে অতীতের বিদগ্ধ আলেমদের কোন আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

হয়ত এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে অতীতের আলেমগণের মতামতই বর্তমান সময়ের সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য যথেষ্ট। বস্তুতঃ অতীত কালের আলেমগণ সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের সময়ে উদ্ভূত বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন, এবং তা ছিল তাঁরা যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার ভিত্তিতে আনা সমাধান। তাঁরা তা করতে পেরেছিলেন যুক্তি-তর্কে তাঁদের দক্ষতার ভিত্তিতে, তদন্তের উপর নির্ভর করে, এবং উদ্ভূত বিষয় সম্পর্কে তাঁরা যে গবেষণা করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইমাম শাফীই কাজা রোজা বা মৃত ব্যক্তির জন্য ফিদিয়া

রোজার উপর দুইটি ফতোয়া দিয়েছিলেন, যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের জন্য ও এবং ভিন্ন দুইটি স্থানের জন্য। একটি যখন তিনি বাগদাদে ছিলেন, অন্যটি তিনি মিশরে যাবার পরের ঘটনা।

ফতোয়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার বিষয়ে ইহা একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়। ফতোয়া প্রদানের উদ্দেশ্য হল মুসলিম সমাজের উপর প্রভাব ফেলে এমন সমসাময়িক সমস্যাগুলির আইনগত সমাধান দেয়া। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সিঙ্গাপুরে যে ফতোয়াগুলি জারি করা হয় তার প্রত্যেকটিই আমাদের আলেমগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নেয়া সিদ্ধান্ত, কোনটিই একক সিদ্ধান্ত নয়। ফতোয়া কমিটির সদস্যদের সর্বসম্মত অনুমোদনের ভিত্তিতেই কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদি কমিটির সদস্যরা ঐক্যমতে পৌঁছতে না পারেন তাহলে যে সিদ্ধান্তটি জানানো হয় তা কেবলমাত্র একটি নির্দেশনা, তা ফতোয়া নয়। ইহাই এই দেশে ফতোয়া প্রদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমদের সবাইকে ইহকালে এবং পরকালে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আমরা প্রার্থনা করি, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যেন আমাদেরকে সঠিকভাবে ধর্মকে উপলব্ধি করার জ্ঞান দান করেন, এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তমভাবে এই ধর্মের শিক্ষাকে চর্চা করার শক্তি দান করেন। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামিন!!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

SECOND SERMON

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ

فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.